দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার প্রসঙ্গে

সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ-আয়োজনের ঘাটতি নাই। প্রকল্পের পর প্রকল্প গ্রহণ করা হইতেছে। কিছুদিন চালু ছিল শিশুদের স্কুলে যাওয়ার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। এখন চালু আছে মাসোহারা স্টাইপেন্ড। গ্রামাঞ্চলে কোন শিশু স্কুলে গেলে তাহার অভিভাবক সামান্য টাকা পাইয়া থাকেন। শিশু সন্তানকে স্কুলে দিতে দরিদ্র অভিভাবকদের উৎসাহিত করাই ইহার লক্ষ্য। কিন্তু ইহাতে খুব যে সুফল পাওয়া যাইতেছে, তাহা বলা যায় না। ইহার একটা বড় কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্নতা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি রহিয়াছে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুল। এই রূপ রেজিস্টার্ড স্কুলের সংখ্যা ২৫ সহস্রাধিক। সরকারি-বেসরকারি মিলাইয়া দেশে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা ৬২ হাজার ১৫৬টি। রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুল ছাড়াও আছে কোন কোন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্কুল। এবতেদায়ী মাদ্রাসা-উহাও এক ধরনের প্রাইমারি স্কুল। আজকাল উপজেলা সদরে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্ধিষ্ণু গ্রামেও গড়িয়া উঠিয়াছে এক বা একাধিক কিন্ডারগার্টেন। কোথাও কোথাও ইসলামি কিন্ডারগার্টেনও দেখা যায়। প্রাইমারি বা প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এহেন বিভিন্নতা হেতু প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি সুসংবদ্ধ পরিকাঠামো গড়িয়া উঠে নাই। সুযোগ-সুবিধাও এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমান নয়। সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নাই। শিক্ষক থাকিলেও তাহাদের কর্তব্যপরায়ণতায় ঘাটতি রহিয়াছে। রহিয়াছে তদারকির অভাব। অন্যদিকে বেসরকারি কিংবা রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মাসমাহিনা অতি সামান্য। তাহারাও কর্তব্যকর্মে মনোযোগী নন। এই অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। আর ইহার জন্য প্রয়োজন সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার।

১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকারে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। উহাতে বলা হয়, প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রহিয়াছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার ইতিহাস শতবর্ষের হইলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় ১৯৯২ সালে। দারিদ্র্যের কারণে কোন শিশু যাহাতে শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত না হয়, উহার প্রেক্ষিতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি চালু করা হয়। উহা বন্ধ করিয়া এখন মাসোহারা স্টাইপেন্ড চালু করা হইয়াছে। অন্যদিকে পশ্চাৎপদ নারী সমাজের অগ্রসরতার জন্য নারী শিক্ষা ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করা হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ হইতেছে না। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার পরও গড়ে প্রতি শিশুর জন্য বৎসরে প্রতি পরিবারের অন্তত একহাজার টাকা ব্যয় হয়। অনেক পরিবারের পক্ষে শিশুর জন্য এই অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় না। ফলে শতকরা ৪০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষায়তন হইতে ঝরিয়া পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সমস্যা হইতেছে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না যাওয়া এবং শিক্ষায়ন হইতে ৪০ শতাংশ শিশুর ঝরিয়া পড়া। এই সমস্যাটিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় তাহার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইলে উহার কারণসমূহকে প্রথমে উদঘাটন করিতে হইবে। সরকার উচ্চশিক্ষা নিয়া তোড়জোড় করিতেছে। অথচ উচ্চশিক্ষা যে ভিত্তির উপর দন্ডায়মান সেই প্রাথমিক শিক্ষা আজ চরমভাবে উপেক্ষিত, শতধাবিচ্ছিন্ন। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। অতএব শিশু শিক্ষার জন্য সুচিন্তিত, সুশৃঙ্খল দেশ ও জাতি গঠনে সহায়ক বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করিতে হইবে। শিক্ষার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে। শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর হইতে শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে শিশু শিক্ষা কমিশন গঠন করিতে হইবে। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শিশুদের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করিতে হইবে। শিশুদের পাঠ্যসূচি সহজ ও হালকা হইতে হইবে। সমগ্র শিশু শিক্ষা একটি সমন্বিত ও অভিন্ন শিক্ষা নীতির আওতায় আনিতে হইবে। উন্নত দেশে শিক্ষার সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হয় প্রাথমিক স্তরে। গুরুত্ব দেওয়া হয় তিনস্তরে। (১) প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতন কাঠামো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যাহাতে মেধাবী এবং নিবেদিতপ্রাণ তরুণ-তরুণীরা প্রাইমারী ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকতার চাকরি নিতে আগ্রহী ও উৎসাহী হয়। (২) যত্ন ও সতর্কতার সহিত বইয়ে সিলেবাস তৈরি করা যাহাতে সেই সিলেবাস কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের মেধা-প্রতিভার স্বাভাবিক বিকাশে সহায়ক হয়। (৩) শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করা। শিক্ষক যাহাতে শিক্ষাদানের সর্বশেষ ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে পারেন সেইজন্য বছরে একাধিকবার শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশে শিক্ষার সর্বনিম্ন বিনিয়োগ হয় প্রাথমিক স্তরে। মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিদের প্রাথমিক স্তরের বেতন কাঠামো তেমন বিশেষ আকর্ষণ করে না। ইহার মধ্যে কিন্ডারগার্টেন ও কিছু বেসরকারি স্কুল ব্যতিক্রম। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও তেমন নাই। যাহারা কোথাও চাকরি পায় নাই, সেই হতাশ ব্যক্তিদের অনেকে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নেয়। তাহাদের কাছ হইতে উচ্চমানের বা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের আচরণ আশা করা কি সম্ভব? আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নির্দিষ্ট থাকে প্রায় প্রতিটি বাৎসরিক বাজেটে। তবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলিয়া শিক্ষার গোড়াতেই দুর্বলতা থাকিয়া যায়। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সুতরাং মেরুদণ্ড সোজা রাখিতে হইলে (১) প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তরে বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাস, (২) শিক্ষকদের নিয়মিত ও পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং (৩) প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানমনস্ক, যুগোপযোগী এবং বৃত্তিমূলক সিলেবাস প্রবর্তন ও তাহা সঠিকভাবেই বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ■